তাওহীদ বনাম শিরক ও সুন্নাত বনাম বিদআত

জহুর বিন ওসমান
শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

সম্পাদনায় : শায়খ আব্দুর রাযযাক সালাফী
ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা
দাওরায়ে হাদীস– পশ্চিমবঙ্গ ও ফাযীলাত– জামেয়া সালাফিয়্যা মারকাযী দারুল উলুম,
বানারস, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬

তাওহীদ বনাম শির্‌ক অধ্যায় ৭

তাওহীদ কী ও কেন? ৭

তাওহীদের প্রকারভেদ ১০

(১) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ১০

(২) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ১১

(৩) তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত ১৪

তাওহীদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৮

শিরক কী? ২৪

শিরকের প্রকারভেদ ২৫

১. বড় শিরক ২৫

২. ছোট শিরক ২৭

শিরক ও শিরককারীদের পরিণতি ২৮

সমাজে প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ শিরকের নমুনা ২৯

১. দু'আ ও মোনাজাতের মাধ্যমে শিরক করা ২৯

২. ইলমে গায়িব বা অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমে শিরক করা ৩০
৩. মহব্বত বা ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক ৩১
৪. হলুল বা সর্বাশ্বেরবাদ এর মাধ্যমে শিরক ৩২
৫. দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে জঘন্যতম শিরক ৩২
৬. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরক ৩৩
৭. জাদুবিদ্যার মাধ্যমে শিরক করা ৩৪
৮. অসুখ বালামুসিবতে তাবিজ কবজ বা রিং সুতা পাথর ইত্যাদি রক্ষাকবজ হিসেবে ব্যবহার করা শিরক ৩৪
৯. তাবাররুক হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া, তাওয়াফ করা শিরক ৩৫
১০. কবর পাকা বা গম্বুজ তৈরী করা, কবরে লেখা এবং বাতি জ্বালানো শিরক ৩৬
১১. আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য করা শিরক ৩৭
১২. তাগুতের অনুকরণ-অনুসরণ শিরক ৩৭
১৩. অন্ধ তাকলীদ, পূর্ববর্তীদের দোহাই, বাপদাদার দোহাই শিরকী কাজ ৩৮
১৪. তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা শিরক ৩৯
১৫. অহংকার বা লোক দেখানো আমল করা শিরক ৪০
১৬. যদি বলার মাধ্যমে শিরক ৪১
১৭. কোন কিছু কুলক্ষণ বা অশুভ মনে করা শিরক ৪২
১৮. ছবি তোলা ও মূর্তি বানানো শিরক ৪২
১৯. সালাত পরিত্যাগ করা শিরক ৪৩
২০. নিজের মত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা শিরক ৪৪
২১. গান-বাজনার মাধ্যমে শিরক ৪৫
২২. নবী ﷺ-কে নূরের তৈরী মনে করা শিরক ৪৬
২৩. মিলাদ-কিয়ামের নামে শিরক ৪৭
২৪. কৃষিকাজ বা চাষাবাদে শিরক ৪৮
২৫. পোশাক পরিধানে শিরক ৪৯
২৬. পিতা-মাতার নামে কসম খাওয়া শিরক ৪৯

২৭. বাতাসকে গালি দেওয়া শিরক ৫০

সুন্নাত বনাম বিদআত অধ্যায় ৫২

সুন্নাত কাকে বলে? ৫২

আল-কুরআনের আলোকে সুন্নাত ৫৪

কুরআন ও সহীহ হাদীস অমান্যকারীদের পরিণাম ৫৮

সহীহ সুন্নাহ মান্য করার ফযিলত ৬১

কুরআন বুঝার জন্য সহীহ সুন্নাহ আবশ্যক ৬৩

সুন্নাতের মর্যাদা ক্ষুণ্নকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ৬৯

বিদআত কাকে বলে? বিদআতের পরিচয় ৭১

বিদআতীরা অভিশপ্ত তাদের তাওবাহ কবুলযোগ্য নয় ৭২

বিদআতীরা অভিশপ্ত জাহান্নামের অধিবাসী ৭৪

বিদআত কীভাবে চালু হয়েছে ৭৭

বিদআত নিয়ে বিভ্রান্তি ও শয়তানী যুক্তি ৭৮

সহায়ক গ্রন্থের তালিকা ৮০

ভূমিকা

মুসলিম জাতি আজ শতধাবিভক্ত। কারণ তারা ঈমানের সঙ্গে শিরক, বিদআত ও কুফর এক করে ফেলেছে। ফলে তাদের অন্তরে তাওহীদী চেতনা নেই বললেই চলে। আমাদের অন্তরে অন্তরে শিরক ও বিদআতের মতো মহাপাপ এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যা থেকে আমরা কোনভাবে মুক্ত হতে পারছি না।

একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়নাতুল্য, অতএব অপর ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ} [الأنفال: ٢]

নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের নিকট) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারা প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল হয়। (সূরাহ আনফাল ৮: ২)

আর এই বিশ্বাস তাওহীদের অংশবিশেষ। যে অন্তরে তাওহীদ নেই, সেই অন্তরে শিরক ও বিদআতে পরিপূর্ণ। আমরা এ গ্রন্থে তাওহীদ বনাম শিরক ও সুন্নাত বনাম বিদআত বিষয়গুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তারপরও মানুষ মাত্রই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। অতএব কোন ভুলত্রুটি সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখছি, ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

জহুর বিন ওসমান

তাওহীদ বনাম শির্ক অধ্যায়

তাওহীদ কী ও কেন?

তাওহীদ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর এককত্ব। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। যার মধ্যে আল্লাহর এককত্বের বিশ্বাস নেই, তিনি মুসলিম হতে পারেন না। অতএব কোন ব্যক্তি মুসলিম প্রমাণিত হতে হলে কালিমার সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে তার প্রমাণ দিতে হয়। যেমন প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হয় "লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ। আল্লাহ ছাড়া কোন যোগ্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

একজন মানুষ যখন উল্লিখিত সাক্ষ্য দিয়ে এক ইলাহকে মনে-প্রাণে মেনে নিবে। তখন সে যেন তার সমস্ত দায়িত্বভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে দিল। ফলে তিনি আর অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না, হতেও পারে না। এমনকি একটা জুতার ফিতারও প্রয়োজন হলে তা শুধু আল্লাহর নিকট চাইবে, অন্যের নিকট নহে। আর মহান আল্লাহ সেটা কীভাবে পূরণ করবেন তিনিই তা ভাল জানেন। এককথায় এরূপ দৃঢ় ঈমানী বিশ্বাসকে ঈমান বিল-গায়েব বলা হয়। খাঁটি ঈমানদার হওয়ার জন্য তাওহীদ কেন প্রয়োজন এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জ্বিন ও মানুষকে এই জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরাহ যারিয়াত ৫১: ৫৬)

এই আয়াতে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ও অদ্বিতীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ একমাত্র তাওহীদের উপরই নির্ভর করছে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ। এ জন্য মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির পর তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্বেই তাদের নিকট হতে ওয়াদা নিয়েছেন।

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

[হে নবী ﷺ!] যখন আপনার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা সকলেই উত্তর করল— হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম: (এই সাক্ষী ও স্বীকৃতি এই জন্য যে) যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে না পার— আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম। (সূরাহ আরাফ ৭: ১৭২)

মহান আল্লাহ বলেন: আদমের সন্তানদেরকে তারই পৃষ্ঠদেশ হতে বের করা হয়েছে। আর তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতিপালক ও মালিক তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতির স্বীকারোক্তি এবং এটাই মানুষের স্বভাব।[১]

এখন আমার প্রশ্ন মহান আল্লাহ কেন আদম (আলাইহিস সালাম) সন্তানদের রূহ থেকে শুধুমাত্র ''রব"-এর স্বীকৃতি নিলেন? এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, যিনি প্রকৃত রব তিনিই একমাত্র যোগ্য ইলাহ ও প্রকৃত বন্ধু। আর যারা "রব"-কে যথাযথভাবে গ্রহণ করেছে তারাও বন্ধু, অন্য কেউ নয় এবং তারাই ইহ-পরজগতে সফলকাম। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

তোমাদের ওলী (বন্ধু) তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনরা— যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে। এ অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে। (সূরাহ মায়েদা ৫: ৫৫)

উপরের আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুমিনদের প্রকৃত বন্ধু বা অভিভাবক হচ্ছে আল্লাহ। দ্বিতীয় বন্ধু রাসূল ﷺ আর তৃতীয় নম্বরের বন্ধু হচ্ছে— মুমিনরা তবে তৃতীয় নম্বরের বন্ধু বানাতে গেলে শর্ত রয়েছে।

১. তাফসীর ইবনে কাসীর- ৮ম খণ্ড ৪৩৯ পৃ.

তাহলো— তাদেরকে অবশ্যই সালাত ও যাকাত আদায়কারী হতে হবে। নচেৎ দুনিয়ার কোন মানুষ একজন খাঁটি তাওহীদবাদী মুসলিমের বন্ধু হতে পারে না। তারপর মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সঙ্গে, তাঁর রাসূলের সঙ্গে এবং মুমিনদের সঙ্গে, তবে (তারা আল্লাহর দলভুক্ত হলো) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই বিজয়ী। (সূরাহ মায়েদা ৫: ৫৬)

মহান আল্লাহ আদি-অন্ত সবকিছু লিপিবদ্ধ রেখে বলেন: আমি ও আমার রাসূলগণই জয়যুক্ত থাকব নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। আর যারা আল্লাহ উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে তাদেরকে আপনি এরূপ পাবেন না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। যদিও তারা তাদের পিতা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন হয়। অতএব যে কেউ আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ এবং মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট থাকবে তাকে দুনিয়াতেও সাহায্য করা হবে এবং পরকালেও সে সফলকাম হবে।[২]

উপরের দুটি আয়াতে তাওহীদের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। যার বাস্তবায়নে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পৃথিবীর সকল নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

আল্লাহর ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দিবার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে? (সূরাহ নাহল ১৬: ৩৬)

২. তাফসীর ইবনে কাসীর–৪র্থ খণ্ড ৮৫৮ পৃ.

এছাড়া উক্ত আয়াতে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, কেউ যদি তাওহীদকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে সেটা তারই জন্য মঙ্গল। আর যারা তাওহীদকে অস্বীকার করে তাগুতের পথে চলে তাহলে বুঝতে হবে যে তাদের উপর ভ্রান্তিই সাব্যস্ত ছিল। অতএব মুশরিকরা শিরক করেই শাস্তির যোগ্য হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

হে রাসূল ﷺ! আমি আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাঁদের প্রতি এই ওয়াহী ব্যতীত যে আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (সূরাহ আম্বিয়া ২১: ২৫) পরের আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:-

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾

হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আপনার পূর্বে যে-সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাঁদের আপনি জিজ্ঞেস করুন? আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম। যার ইবাদত তারা করে? (সূরাহ যুখরুফ ৪৩: ৪৫)

উপরের প্রতিটি আয়াতে তাগুতকে বর্জন করে শুধু তাওহীদের শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে।

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ তিন প্রকার: (১) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ[৩], (২) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও (৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

(১) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ:

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব। মহান আল্লাহ বলেন:

৩. তাওহীদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাওহীদ হয় তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ যার সত্যায়ন পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ করেছেন একাধিক স্থানে। যদিও তাওহীদের রুবুবিয়্যাহই হচ্ছে তাওহীদে উলুহিয়্যাহর ভিত্তি।

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾

আল্ল-াহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ সাব্যস্ত করো না, করলে তিরস্কৃত হতভাগ্য হয়ে পড়ে থাকবে। (সূরাহ ইসরা ১৭: ২২)

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

তোমরা আল্ল-াহ্‌র 'ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না। (সূরাহ নিসা ৪: ৩৬)

﴿إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

প্রকৃতই আমি আল্ল-াহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার 'ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশে সলাত (নামায) কায়িম কর।' (সূরাহ ত্বহা ২০: ১৪)

এছাড়া আয়াতুল কুরসী তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর একটি বড় দলিল।

(২) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ:

অর্থাৎ প্রভুত্বের ক্ষেত্রে এককত্ব। একজন তাওহীদবাদী মুসলিম এ কথা স্বীকার করে নিবে যে নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং এক্ষেত্রে তাঁর কোন সঙ্গী-সাথী নেই। তিনি রিযিকদাতা ও অন্যান্য সবকিছু প্রদানকারী। তিনি জীবনদাতা আইনদাতা মৃত্যুদানকারী এবং বিশ্বজগৎ পরিচালনাকারী। আসমান ও জমিনের সকল প্রাণী একমাত্র তাঁরই দয়ার ভিখারী। তিনি সকল ক্ষমতার মালিক। আর দুনিয়ার সকল ক্ষমতা একত্রিত হয়ে ও তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে না। এ জন্য মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

বল, আকাশ ও জমিনের রব কে? বল, আল্ল-হ। বল, তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন অভিভাবক গ্রহণ করেছ যাদের নিজেদের কোন লাভ-লোকসান করার ক্ষমতা নেই। বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? কিংবা অন্ধকার আর আলো কি সমান? কিংবা তারা কি আল্ল-হ্‌র অংশীদার বানিয়েছে তাদেরকে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সমান মনে হয়েছে? বল, আল্ল-হ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক, মহাপ্রতাপশালী। (সূরাহ রা'দ ১৩: ১৬)

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

তিনি আকাশ, জমিন আর এ দু'য়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক, কাজেই তুমি তাঁর 'ইবাদাত কর, আর তাঁর 'ইবাদাতে নিয়মিত ও দৃঢ় থাক। তুমি কি তাঁর নামের গুণসম্পন্ন অন্য আর কেউ আছে বলে জান? (সূরাহ মারইয়াম ১৯: ৬৫)

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

আল্ল-হ্‌ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিয্‌ক দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে (আল্ল-হ্‌র) অংশীদার মান্য কর তাদের মধ্যে কেউ আছে কি এ সবের কোন কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে অংশীদার গণ্য করে আল্ল-হ তাদের থেকে পবিত্র, বহু ঊর্ধ্বে। (সূরাহ রূম ৩০: ৪০)

প্রকাশ থাকে যে জাহিলিয়্যাতের যুগের মুশরিকরা মূর্তিপূজা করত এবং মূর্তির নামেই কুরবানী করত। মহান আল্লাহ তাদের বিপরীত করার জন্য নির্দেশ দিয়ে কলুষমুক্ত অন্তঃকরণ নিয়ে উপাসনায় লিপ্ত হতে আদেশ দেন। জাবির বিন আবদুল্লাহ ﵁ বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূল ﷺ ঈদুল আযহার দিন দুটি দুম্বা জবাই করেন এবং জবাই করার সময় বলেন

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) ﴾

নিশ্চয়ই আমি আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশসমূহ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরাহ আনআম-৭৯) নিশ্চয়ই আমার সালাত আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণ কারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরাহ আনআম ৬: ১৬২-১৬৩)[৪]

উক্ত প্রার্থনা করার পর কোন মুসলিম কি ওরশ, বিশ্বওরশ দিবসে, খানকা-মাযারে, আজমীরশরীফে, আটরশি, মাইজভাণ্ডারী এবং দেশে-বিদেশে গিয়ে পীর-ফকিরের নামে গরু, খাসি, মুরগি এমন কি আটরশির ওরশে অনেক উট, দুম্বা কুরবানী করা হয় (নাউযুবিল্লাহ)। অতএব মুশরিকদের মাঝে এবং এই শ্রেণীর মুসলিমদের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

বল তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সবই তাঁর মুখাপেক্ষী তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (সূরাহ ইখলাস ১১২: ১-৪)

এই সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণিত আছে ইকরিমা বলেন যে, ইহুদীরা বলত: আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়ের—এর উপাসনা করি। আর খ্রিস্টানরা বলত আমরা আল্লাহ পুত্র ঈসার পুজা করি। মাজুসীরা বলত আমরা চন্দ্র-সূর্যের উপাসনা করি। আবার মুশরিকরা বলত: আমরা মূর্তিপূজা করি। মহান আল্লাহ তখন উক্ত সূরাহ অবতীর্ণ করেন।

তারপর মহান আল্লাহ বিশ্বনবী ﷺ-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেন, হে নবী! আপনি বলুন: আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর মতো আর কেউ নেই। তাঁর কোন উপদেষ্টা অথবা উযীর-নাজির নেই। তিনি

৪. তাফসীরে ইবনে কাসী ৮ম খণ্ড-২৪৩-২৪৪ পৃ

একমাত্র ইলাহ বা মা'বূদ হওয়ার যোগ্য। তিনি সামাদ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী। সমস্ত মাখলুক, সমগ্র বিশ্বজাহান তাঁর মুখাপেক্ষী।[৫]

উপরের বিষয়টি গেল ইহুদী, খ্রিস্টান, মাজুসী ও মুশরিকদের। কিন্তু বর্তমান যামানায় যে-সব নামধারী মুসলিম, কবরপূজা, মাযারপূজা, পীরপূজা ও খানকাপূজা করেন, তারা এবং ঐ মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বর্তমান এই কবর ও মাযার পূজারীরা মৃত মানুষের কবর পাড়ে গিয়ে সন্তান চায়, ধন-দৌলত চায়। মনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ চায় তাহলে মহান আল্লাহ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ অর্থাৎ আল্লাহর একাত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস কি এই মুসলিমদের আছে? অবশ্যই নেই। অতএব এ জামানার মুসলিমরা কবর-মাযারপূজারী ও পীরপূজারী মুশরিক। কারণ তারা আল্লাহর নিকট চাওয়ার স্থান-কাল ও অবস্থান পরিবর্তন করেছে। বিধায়-কাফির মুশরিকদের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। শুধু তাই না; তারা মনে করে যে—পীর-ফকির, ওলী-আউলিয়া, গাউসকুতুব তাদের কবর মাযারে গিয়ে প্রার্থনা করলে মনের আশা পূর্ণ হয়।

(৩) তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাতঃ

অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এককত্ব: মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

আর আল্লাহর জন্যে সুন্দর সুন্দর ও ভাল ভাল নাম রয়েছে সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই নাম ধরে ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। (সূরাহ আরাফ ৭: ১৮০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

আল্ল-াহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। (সূরাহ ত্বহা ২০: ৮)

৫. তাফসীর ইবনে কাসীর- ১৮ খণ্ড, ৩২৫ পৃ.

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

বল, 'তোমরা আল্ল-াহ নামে ডাক বা রহমান নামে ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন (সবই ভাল) কেননা সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।' (সূরাহ ইসরা ১৭: ১১০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে বিশেষ সময় পাঠ করবে বা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬] আল্লাহতায়ালা স্বয়ং বেজোড়-এক। তাই তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন।[৭]

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ

হে আল্লাহ আমি তোমার কাছেই প্রার্থনা করি সে-সব পবিত্র নামসমূহের মাধ্যমে যেগুলো দ্বারা আপনি নিজেই নিজের নামকরণ করেছেন।[৮] সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ ইস্তিখারার দু'আয় বলতেন:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞানের ওয়াসীলায় আমি তোমার নিকট কল্যাণ চাই এবং তোমার ক্ষমতার ওয়াসীলায় তোমার নিকট ক্ষমতা চাই এবং তোমার নিকট তোমার সুমহান অনুগ্রহ চাই।[৯]

পরিশেষে সৎ আমল অর্থাৎ (আমলে সালেহ) এর ওয়াসীলায় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়ার প্রমাণ, তিন ব্যক্তি ঝড়ের কবলে পড়ে পাহাড়ের

৬. সহীহুল বুখারী হা. ২৭৩৬, ৭৩৯২
৭. তিরমিযী ৪৫৩, তাফসীর ইবনে কাসীর-৮ম খণ্ড, ৪৫৮ পৃ.
৮. মুসনাদ আহমাদ হা. ৪৩১৮, হাদীস সহীহ
৯. সহীহ বুখারী-১ম খণ্ড-১৫৫ পৃ.